কমরেড জাহেদুল হক মিলু লাল সালাম

কমরেড মিলু'র অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করাই হবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো

আজীবন বিপ্লবী কমরেড জাহেদুল হক মিলু'র শোকসভায় নেতৃবৃন্দ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট ও চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সভাপতি কমরেড জাহেদুল হক মিলু'র অকাল প্রয়াণে ৬ জুলাই '১৮ দলের পক্ষ থেকে বিএমএ মিলনায়তনে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। বাসদ-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শোকসভায় বক্তব্য রাখেন সিপিবি'র সভাপতি কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাইফুল হক, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক কমরেড মোশারফ হোসেন নান্নু, বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি, অধ্যাপক ডা. ফজলুর রহমান, ডা. মওদুদ হোসেন রাবু, কমরেড মিলু'র বড় ভাই মো. শাহরিয়ার, ট্রেড ইউনিয়ন

ফেডারেশন (টাফ) এর সভাপতি শাহ আতিউল ইসলাম, স্কপ-এর নেতা আনোয়ার হোসেন, বিলস্ এর নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দীন, সংযুক্ত শ্রমিক ফেডারেশনের সহসভাপতি জনাব হারুনুর রশীদ ভূঁইয়া, কৃষক-ক্ষেতমজুর সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশনের সভাপতি বদরুল আলম প্রমুখ। মঞ্চে রাখা প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য প্রদান এবং শোকসভার শুরুতে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে কমরেড মিলু'র প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। সভা সঞ্চালনা করেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ও কমরেড মিলুর সংক্ষিপ্ত জীবন-সংগ্রাম তুলে ধরেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন।

শোকসভায় সংহতি জানিয়ে উপস্থিত ছিলেন, প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরামের সভাপতি অধ্যাপক আবিদুর রেজা, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মো. শাহ আলম, প্রেসিডিয়াম সদস্য কমরেড আব্দুল্লাহ আল কাফী রতন, অনিরুদ্ধ দাস অঞ্জন, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড ফয়জুল হাকিম লালা, বিশিষ্ট পানি বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী ম. ইনামুল হক, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য কমরেড বহ্নিশিখা জামালী, সোনার বাংলা পার্টির সাধারণ সম্পাদক হারুনুর রশীদ, গার্মেন্টস শ্রমিক অধিকার আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতা রফিকুল ইসলাম পথিক, বাসদ (মাহবুব) এর কেন্দ্রীয় নেতা মঈনউদ্দীন চৌধুরী লিটন, বাংলাদেশ ফ্রি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এর সম্পাদক পুলক রঞ্জন ধর, কমরেড জাহেদুল হক মিলু'র বড় বোন নার্গিস জাহান ঝরনা, ভগ্নিপতি আজহারুল হক রাজু, জাহেদুল হক মিলু'র ভাবি বেগম আক্তার জাহান, শিক্ষক কর্মচারী ফেডারেশনের নেতা শরিফুজ্জামান, আগা খান, মিজানুর রহমান, ঢাকা জেলা সিএনজি অটোরিক্সা ও মিশুক শ্রমিক ঐক্যপরিষদের সদস্যসচিব শাখাওয়াত হোসেন দুলাল প্রমুখ। শোকসভায় প্রদত্ত নেতৃবৃন্দের বক্তব্য তুলে ধরা হলো–

কমরেড খালেকুজ্জামান : শ্রদ্ধেয় আলোচকবৃন্দ, ভ্রাতৃপ্রতিম বিভিন্ন পার্টির নেতৃবৃন্দ, উপস্থিত সুধীমণ্ডলী, কমরেড ও বন্ধুগণ, আমাদের পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির বিপ্লবী সদস্য কমরেড জাহেদুল হক মিলুর অকাল প্রয়াণে আয়োজিত শোকসভাতে আমি দলের পক্ষ থেকে প্রথমেই তাঁর সংগ্রামী জীবন ও স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

কমরেড ও বন্ধুগণ,

আমাদের পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির বিপ্লবী সদস্য কমরেড জাহেদুল হক মিলু ১৩ মে ২০১৮ দুর্ঘটনাকবলিত হয়ে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে মাসাধিককাল মৃত্যুর সাথে পাঞ্জালড়ে ১৩ জুন শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তিনি শারীরিকভাবে চিরবিদায় নিয়েছেন কিন্তু মানসিক ভাবসত্তায় দলের মর্মচিত্তে গেঁথে আছেন এবং থাকবেন। কারণ তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ বিপ্লবী। তিনি তাঁর জীবনকে এক এবং অভিন্ন সত্তায় বিপ্লব এবং দলের সাথে গ্রথিত রেখেছিলেন আমৃত্যু। সেজন্য তাঁর অস্বাভাবিক ও অসময়োচিত প্রয়াণে দলের যেমন একটা বড় ক্ষতি হয়ে গেছে তেমনি এদেশের বাম-গণতান্ত্রিক বিপ্লবী সংগ্রাম ও শ্রমিকশ্রেণির মুক্তি আন্দোলনেরও অনেক ক্ষতি হয়েছে বলে আমরা মনে করি এবং অন্যেরাও সবাই সহমত পোষণ করেন। আমরা আমাদের গভীর শোক ও বেদনাকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে এ ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার প্রত্যয় নিয়েই এ শোক ও স্মরণসভায় মিলিত হয়েছি। আপনারা যারা শোক প্রকাশ ও শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এখানে মিলিত হয়েছেন, দলের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে আমি তাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

কমরেড,

কমরেড মিলু'কে স্মরণ করতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় আলোচকবৃন্দ যে বক্তব্য রেখেছেন, তাতে মিলুর সংগ্রামী জীবন নিয়ে আমরা গর্ব বোধ করি। তাঁর নিজ জেলা শহর কুড়িগ্রাম এবং জন্মস্থান নাগেশ্বরীতে দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনগণ যে প্রাণঢালা শ্রদ্ধা-ভালবাসা প্রদর্শন করে তাকে শেষবিদায় জানিয়েছেন তা ছিল অভূতপূর্ব। চতুর্দিকে প্রতিক্রিয়াশীলতার জয়জয়কারের এই সময়ে বিপ্লব এবং বিপ্লবীদের প্রতি তাচ্ছিল্য ও নেতিবাচক প্রচার প্রচারণার অন্তস্রোতে সত্যিকার বিপ্লবীদের প্রতি জনগণের যে অপার ভালবাসা-শ্রদ্ধার ফল্গুধারা প্রবাহমান রয়েছে কমরেড মিলু'র জীবনাবসানের মধ্য দিয়ে তা উদ্ঘাটিত করে গেছেন। এটা সকল নিষ্ঠাবান বিপ্লবীদের জন্য নিঃসন্দেহে এক উৎসাহব্যাঞ্জক প্রেরণা। সে দিক থেকেও কমরেড মিলুকে স্মরণ করে এই শোকসভা অনেক তাৎপর্যমণ্ডিত।

কমরেডস,

কমরেড মিলুকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সহযোগিতার এত হাত যে এতদিক থেকে প্রসারিত হবে, তা আমাদের ভাবনাকেও ছাড়িয়ে গেছে। আমাদের ঐক্যের শরিক দল বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) শুরুতেই আমাদের দলের চিকিৎসা তহবিলে আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন। সিপিবি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অধ্যাপক ডা. ফজলুর রহমান এর কথা উল্লেখ না করলেই নয়। ১৪ মে '১৮ মিলুকে এয়ার এম্বুলেন্সে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে ঢাকায় আনা থেকে শুরু করে প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানান্তর পর্যন্ত যে বিপ্লবী নিষ্ঠায় ও চিকিৎসক হিসাবে পেশাগত নৈতিক বোধে শেষ দিন পর্যন্ত যেভাবে স্বপ্রণোদিত দায়িত্ব কর্তব্য পালন করে গেছেন, তা একটা বড় শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে আমাদের মানসপটে আঁকা থাকবে। জনগণের কাছেও দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। কুড়িগ্রাম, রংপুর, ঢাকা মেডিকেল, ইঝগগট সব জায়গায় হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য সেবাদানকারী ব্যক্তিবর্গ যে আন্তরিকতা নিয়ে দায়িত্ব পালন করে মিলু'কে বাঁচানোর চেষ্টা করে গেছেন তা স্মরণ করিয়ে দেয় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা উপযুক্ত মাত্রায় থাকলে আমাদের দেশের চিকিৎসা সেবা ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক মানের সেবা পর্যায়ে তুলে আনা সম্ভব ছিল।

মিলু'র বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজনেরা যথাসম্ভব আর্থিকসহ সর্বপ্রকার সাহায্য সহযোগিতা করে গেছেন, তবে তারাও সম্পূর্ণভাবে দলের উপর নির্ভর করে নির্ভার থেকেছেন। এটাও আমাদের একটা বড় পাওনা ছিল।

অ্যাডভোকেট মিলু'র জন্য ঢাকা কেন্দ্রীয় বার কাউন্সিল এবং কুড়িগ্রাম জেলা বার এর পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মী, সমর্থক-দরদি, প্রবাসী সমর্থক কমরেডরা আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো কমরেড মিলু যে শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন সেই শ্রমজীবী গার্মেন্টস, পরিবহন, রি-রোলিং কারখানা, তাঁত শ্রমিক, আদিবাসীরা, রিক্সাশ্রমিকসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারী বিশেষভাবে অবহেলিত ও বঞ্চিত চা-বাগানের শ্রমিকরা যারা দিনে মাত্র ৮৫ টাকা মজুরি পায় তারাও মিলু'র জন্য চিকিৎসা তহবিলে সাধ্যমতো আর্থিক সহায়তা করেছেন। কুড়িগ্রাম আদালতের আইনজীবীদের পাশাপাশি বিচারকরাও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় শ্রদ্ধা প্রদর্শনে শামিল হয়েছিলেন। কুড়িগ্রামে সকল রাজনৈতিক দল, গণসংগঠন, শ্রমিক সংগঠন, পেশাজীবী সংগঠন, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ এমন কেউই বিশেষ বাকি ছিলেন না যারা শ্রদ্ধা প্রদর্শনে ও শোক র‍্যালিতে অংশ নেননি। কুড়িগ্রামে প্রয়াত ব্যক্তিদের প্রতি শোক ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের এ এক বিরল ঘটনা ছিল।

কমরেড মিলু ছিলেন আমাদের দলীয় সংহতির একটা বড় গ্রন্থিরূপ নিরহঙ্কার নেতা। প্রচারমুখী না হয়ে সর্বদা নীরবে কর্তব্য পালন করে গেছেন, যে কোন স্থানে ও কাজে তাঁর উপস্থিতি বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ দৃষ্টিকাড়া হতো না, কিন্তু স্বল্প সময়ে উদ্দেশ্যমুখীনতার আন্তরিক সংযোগে অনায়াসে সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যেত অন্যদের সাথে। এখন সে সংযোগ চিত্র ভেসে উঠেছে তার বিচরণের সকল ক্ষেত্র থেকে। এটা সম্ভব হয়েছিল এজন্য যে তিনি আত্মকেন্দ্রিক না হয়ে দল, আদর্শ ও নৈর্ব্যক্তিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ব্রতী ছিলেন। কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সমালোচিত হওয়াকে তিনি স্বাগত জানাতেন এইভাবে যে, আমার চারিদিকে অসংখ্য রক্ষাপ্রহরী সেবাকর্মী ও নিরাপত্তা বেষ্টনী রয়েছে যা আমাকে বাইরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষয় থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। এই বোধশক্তির জোরেই তিনি অনেক ঘাত প্রতিঘাত, চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে দলের ঝাণ্ডাকে সমুন্নত রেখে দলের এবং নিজের অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। উত্তরবঙ্গের ২টি জোনের ১৬ সাংগঠনিক জেলায় তার ছাপ পাওয়া যায়। দলের শিক্ষা তাঁর কাছে যেমন খণ্ডিত ছিল না তেমনি দলের প্রতি আনুগত্যও তার কাছে 'কিছু ধরা কিছু ছাড়া' ধরনের ছিল না। তবে তিনি অন্ধ আনুগত্য কিংবা আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক স্বাতন্ত্র এই উভয়বিধ প্রবণতা থেকে মুক্ত থেকে দলই জীবন, বিপ্লবই জীবন চেতনায় দলের কাছে পূর্ণমাত্রায় সমর্পিত ছিলেন। দলের অনেক নেতা-কর্মীই তাদের যৌক্তিক-অযৌক্তিক আবদার, আবেদন, অভিযোগ, ক্ষোভ-বিক্ষোভ প্রকাশে আশ্রয়স্থল হিসাবে নির্বিঘ্নে স্থান পেতেন তার কাছে। তবে তিনি যত্নে ও মমতায় নিষ্পত্তির দায়িত্ব নিলেও দলীয় স্বার্থ সংস্কৃতি পরিপন্থি পরিচর্যা করে আত্মতুষ্টির পথে হাঁটতেন না। দলের সাথে দূরত্ব তৈরি করে তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়াকে তিনি হীনকর্মপন্থা বলে ভাবতেন, আবার অবিরাম প্রচেষ্টায় ধৈর্য্যের সাথে ত্রুটি সংশোধনের শেষ চেষ্টাকেও কর্তব্য বলে মনে করতেন। তবে সকল ক্ষেত্রেই দলের মূল নেতৃত্বের অগোচরে ছোট বড় কোন কর্মকেই একান্ত করে কখনও দেখেননি কিংবা ভাবেননি। সেজন্যই তার চলে যাওয়ার কষ্টের বোঝা অনেক ভারী হয়ে আছে। প্রতি মুহূর্তেই মনে হয় কী যেন হারিয়ে ফেলেছি, কিছুতেই তার অভাব দূর হয় না। আমাদের দলের সারা দেশের নেতা-কর্মী, সমর্থক-দরদি সকলে মিলে অন্তর উজাড় করা কামনায় প্রচেষ্টায় তাঁকে বাঁচানোর যে চেষ্টা করেছেন তাতে বিপ্লবী চেতনা-সংগ্রামের একটা ভিন্ন মাত্রাগত রূপ ফুটে উঠেছে যা দেখে ডাক্তার, নার্স, অন্যান্য রোগীদের আত্মীয়-স্বজনসহ প্রত্যক্ষদর্শীরা বিস্ময়ের সাথে প্রশ্ন করেছেন, এটা কী করে সম্ভব? আত্মীয়-স্বজন না, আপনজন কেউ না অথচ জ্ঞাতিকূল যা পারে না—এরা কী করে তা পারছে? অপরাপর দল ও সংগঠনের নেতা কর্মীদেরও বলতে শোনা গেছে, এ ব্যাপারে বাসদ এর কাছে শিক্ষণীয় রয়েছে। আসলে এটা বিচ্ছিন্ন কিছু না, এটা বিপ্লবী ভাবাদর্শের বিপ্লবী চেতনা ও সংগ্রামের প্রাণশক্তি। আমাদের কমরেডরা ৩১ দিন ধরে তিন বেলা রুটিন করে হাসপাতালে সেবার দায়িত্ব পালন করেছে। আমাদের পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ জাতীয়-আন্তর্জাতিক কর্মসূচি পালনসহ সার্বিক যোগাযোগ-তত্ত্বাবধান ও অপর সদস্য কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন পিতাকে মৃত্যু শয্যায় রেখে অন্যান্য সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সকাল-বিকাল ডাক্তারদের কাছ থেকে পাওয়া আরোগ্য লাভ ও সংকট পরিস্থিতি ফেসবুক এর মাধ্যমে জানান দিয়ে গেছেন। স্বেচ্ছাসেবক কমরেডরা সর্বোচ্চ দায়িত্ব-চেতনায় প্রতিটি মুহূর্তকে আয়ত্বে রেখেছিলেন।

কমরেড মিলু জনগণের মুক্তি সংগ্রামে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, দলীয় সত্ত্বায় নিজেকে বিলীন রেখে জনগণের মাঝে দলকে নিয়ে গেছেন কোন প্রাপ্তি প্রত্যাশা করেননি বলেই আজ তাঁর স্মৃতির উপর দিয়ে অবিরাম জল ধারার মতো জনগণের শ্রদ্ধা ভালোবাসার প্রবাহ বয়ে চলেছে। এ প্রাপ্তি দলের একটা বড় অর্জন। এ অর্জনকে সাথে নিয়ে আরও বড় অর্জনের লক্ষ্যে আমরা এগিয়ে যাবো, জাহেদুল হক মিলু'র সংগ্রামী জীবন ও স্মৃতি অক্ষয় হয়ে আমাদের মাঝে জাগরুক থাকবে। আমরা সকল বামপন্থী প্রগতিশীল-গণতান্ত্রিক শক্তির মিলিত স্রোতের সমহারে উত্থানে ও বাঁধভাঙা জোয়ারে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়ে আমাদের মাঝে থেকে হারিয়ে যাওয়া ও শহীদ কমরেডদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করেই তাদের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাব। আপনাদের অংশগ্রহণের জন্য আবারও ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শেষ করছি। কমরেড জাহেদুল হক মিলু লাল সালাম। জয় সমাজতন্ত্র, জয় শোষিত জনতার জয়।

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম : কমরেড জাহেদুল হক মিলু'র স্মৃতি অক্ষয় হয়ে থাকবে। কারণ ইতিহাসের শুরু থেকে দানব ও মানবের লড়াই চলে আসছে; সেই লড়াই'র অবসান হবে মানবের উত্থানে, বিজয়ে। মিলু সেই মানবতার লড়ায়ের সৈনিক, তাই সে অক্ষয়-অমর হয়ে থাকবে। সমাজ ও সভ্যতাকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিতে সে আজীবন লড়াই করেছিলো। ইস্পাত উপন্যাসের লেখক অস্ত্রভস্কি

লিখেছিলেন–'জীবন মানুষের সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ। এই জীবন সে পায় মাত্র একটি বার। তাই, এমনভাবে বাঁচতে হবে যাতে বছরের পর বছর লক্ষ্যহীন জীবনযাপন করার যন্ত্রণাভরা অনুশোচনায় ভুগতে না হয়, যাতে বিগত জীবনের গ্লানিভরা হীনতার লজ্জায় দগ্ধানি সইতে না হয়; এমনভাবে বাঁচতে হবে যাতে মৃত্যুর মুহূর্তে মানুষ বলতে পারে; আমার সমগ্র জীবন, সমগ্র শক্তি আমি ব্যয় করেছি এই দুনিয়ার সবচেয়ে বড়ো আদর্শের জন্যে–মানুষের মুক্তির জন্যে সংগ্রামে।' এর তাৎপর্যটা কমরেড মিলু'র সাথে মিলে যায়। কমরেড মিলুকে আমরা মনে রাখবো তার সংগ্রাম, আদর্শের জন্য, আমাদের নিত্যদিনের সংগ্রামের অনুপ্রেরণা ও সাথী হিসেবে।

কমরেড মিলু'র মৃত্যু আমাদের অব্যবস্থাজনিত সমাজ কাঠামোরই ফলাফল। এই ঈদের সময়ে দুর্ঘটনায় ৩১৩ জন মানুষ মারা গেছে; এটা হলো অবহেলাজনিত হত্যা–মিলু এর শিকার। এর জন্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় দায়ী। গুলিতে কেউ মারা গেলে তাকে বীরের মর্যাদা দেয়া হয় কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে যারা প্রতিকূল সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে খেয়ে না খেয়ে লড়াই করে নিজেকে তিল তিল করে নিঃশেষ করে দেয়, সেটা তার থেকে অনেকগুণ বড় বীরের জীবন–গৌরবময় বীরের মৃত্যু। এভাবে না দেখলে সেটা ভুল হবে।

যুদ্ধের ময়দানে নিয়ম হলো শত্রুর সামনে কোন আহত যোদ্ধাকে কোনভাবেই পরিত্যাগ করা যাবে না। বাসদ তাদের নেতা মিলু'র প্রতিও আহত যোদ্ধার সেই নীতির প্রতিফলন ঘটিয়ে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বাসদ-সিপিবি আমরা একই শত্রুকে মোকাবেলার জন্য লড়াই করছি, সে অর্থে কমরেড মিলু আমাদের কমরেড। আমাদের দলে সহযোগিতার একটি বিভাগ আছে, কমরেড ডা. ফজলু তার সদস্য। কমরেড মিলু'র আহত হওয়ার খবর পেয়ে তিনি ছুটে গেছেন, সহযোগিতা করেছেন। আমরা আশাবাদী ছিলাম মিলু লড়াইয়ে জয়ী হবেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারেননি। তাঁর জীবন সংগ্রামটাই মহান, সেটাই আলোচনায় প্রধান স্থান পাবে। আমার একটা দুঃখ থেকে গেলো যে, মানুষ মিলুকে জানা ও বোঝার সুযোগ আমি পাইনি। তাঁর জীবন সংগ্রামটা আমাদের সামনে তুলে ধরা দরকার, এটাকে অনর্থক কাজ বলে ধরে নিবেন না।

শোকসভায় তিনি আরও বলেন, আমরা এরশাদকে উচ্ছেদ করেছিলাম গণতন্ত্রকে মুক্ত করার জন্য কিন্তু গণতন্ত্র উদ্ধার হয়নি। কারণ স্বৈরতান্ত্রিক-লুটেরা ব্যবস্থার যে জমিন, সেই জমিনে গণতান্ত্রিক ফুল ফুটতে পারে না। আমাদের গণতন্ত্রের জমিন তৈরি করতে হবে। তাই গণতন্ত্রের সংগ্রাম আর শোষণ বিরোধী সংগ্রাম এখন একীভূত হয়ে গেছে। মিথ্যাচার দিয়ে দেশটাকে ডুবিয়ে দিচ্ছে সরকার, এতদিন তারা প্রহসনের নির্বাচন করেছে এখন নতুন করে যুক্ত করেছে হাত সাফাই। ফলে, এই মিথ্যাচার, স্বৈরতান্ত্রিক-লুটেরা ব্যবস্থার উচ্ছেদের সংগ্রামে আমাদের জয়ী হওয়ার মধ্যদিয়েই কমরেড মিলু আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবেন। তাঁর স্বপ্নকে বাঁচাতে হলে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে। কমরেড মিলু লাল সালাম।

কমরেড মোশারফ হোসেন নান্নু : কমরেড মিলু'র অকাল প্রয়াণ আমাদের জন্য বেদনার, কষ্টের ও শোকের। তাঁর দুর্ঘটনার পর থেকে আমরা উৎকণ্ঠার মধ্যে ছিলাম। তাঁকে আমরা নীরবে শ্রমজীবী-মেহনতী মানুষের মুক্তির জন্য কাজ করে যেতে দেখেছি। সাংস্কৃতিক আন্দোলনেও তিনি অবদান রেখে গেছেন, শ্রমজীবী-মেহনতী মানুষের জন্য। তাঁর না থাকা বাসদ এবং বাম আন্দোলনের জন্য ক্ষতির। তিনি চলে গেছেন কিন্তু আমাদের দায় বেড়ে গেছে। বাম আন্দোলনকে যদি আমরা বিকশিত করতে পারি, এগিয়ে নিতে পারি, এককভাবে পারবো না, ঐক্যবদ্ধভাবে লড়তে হবে। তার মধ্যদিয়েই তিনি আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবেন। বিপ্লবী বেঁচে থাকে তাঁর সংগ্রামে, কমরেড মিলুও তাঁর সংগ্রামে বেঁচে থাকবেন। আমরা তাঁর স্বপ্নের পথ ধরেই হাটবো। কমরেড মিলু লাল সালাম।

কমরেড সাইফুল হক : কমরেড জাহেদুল হক মিলু'র স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভালোবাসা জানাই। এক মাস ধরে বাসদের নেতা-কর্মী, শুভানুধ্যায়ি-দরদিরা একজন কমরেডের চিকিৎসার জন্য অসাধারণ মমতা, ভালোবাসায় আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, সেটা একটা নতুন উদাহরণ। এই জন্য তাদের অভিবাদন জানাই। আমাদের রাজনীতির ইতিহাসে এই ধরণের ঘটনা খুব বেশি নেই। এটা আমাদের মনে বিপ্লবী রাজনীতির জন্য, লড়াই-ত্যাগের, শক্তি-সাহস যোগায়। তিনি একজন ভালো বিপ্লবী-কমিউনিস্ট, রোমান্টিক ও ভালো বন্ধু ছিলেন। তিনি কথা কম বলতেন কিন্তু প্রয়োজনীয় কথা বলতেন। লেনিনকে রুশ বিপ্লবের পরে একবার মার্কিন সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করেছিলেন, কীভাবে আপনারা এই অসাধারণ বিপ্লব সম্পন্ন করলেন? তিনি বললেন, আমাদের বলশেভিক পার্টিতে প্রশংসা এবং হাততালির অপেক্ষা না করে বছরের পর বছর গুচ্ছ গুচ্ছ কমরেডরা শ্রমিক ও শ্রমিক বস্তিতে কাজ করেছিলেন। কমরেড জাহেদুল হক মিলু সম্পর্কেও বলতে হয়, তিনি পার্টিতে প্রশংসা এবং হাততালির অপেক্ষা না করে মতাদর্শের জন্য, রাজনৈতিক প্রয়োজনে, দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে কাজ করে গেছেন। কমরেড মিলু যেদিন মারা গেলেন সেদিন বাসদ অফিসের নিচে আমি কমরেডদের ডুকরে কাঁদতে দেখেছি। আমারও চোখে জল এসেছে। দেখলাম পার্টি আদর্শের বাধনে কীভাবে অপরিচিত মানুষকে একত্রিত করে। কীভাবে মানুষের জন্য, জীবনের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য, ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করতে হয় তা মিলু ভাই দেখিয়ে গেলেন। তাঁর স্মৃতি আমরা সংরক্ষণ করবো, আমাদের জন্য, আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য।

শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী : কমরেড জাহেদুল হক মিলু'র প্রতি শ্রদ্ধা ও তার পার্টি, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি আমাদের পার্টির তরফ থেকে শোক প্রকাশ করছি। মিলু'র স্কুল জীবন থেকে তার পরিবারে আমার যাতায়াত ছিলো বলে ছোট বেলা থেকে তাকে চিনতাম। স্কুল জীবনে কমরেড মিলু রিভারভিউ স্কুলে পড়তো, সেই স্কুলের শিক্ষক যিনি ভাষা আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন, বামপন্থি বুদ্ধিজীবী আব্দুল হামিদ মাস্টার, তাঁর নেতৃত্বে মিলু'র স্কুল বন্ধুদের নিয়ে একটা গ্রুপ গড়ে ওঠে, তারা মার্কসবাদ ও প্রগতিশীল চিন্তার চর্চা করতো। সেখান থেকেই তাঁর বাম

পন্থার রাজনীতির প্রতি আকর্ষণ তৈরি হয়। ৪০ বছর আমি তাঁর সাথে একত্রে রাজনীতি করেছি। স্বাধীনতার পর জাসদ রাজনীতির সময় কুড়িগ্রাম ছিলো দুর্ভিক্ষপিড়ীত এলাকা। আমরা তখন যেসব বাড়িতে যেতাম, ওই সব বাড়িতে তখন প্রয়োজনের অতিরিক্ত বা অনেক সময় প্রয়োজনীয় খাবারও থাকতো না। আমরা নিজেদের জন্য কখনও কখনও একবেলার বেশি খাবার জোগাড় করতে পারতাম না। যা যোগাড় করতে পারতাম তা একসাথেই ভাগাভাগি করে খেতাম। ওই সময়ে পরিবারের সাথে তার সংগ্রাম, রাজনৈতিক সংগ্রামের অনেক দুঃখ-কষ্টের স্মৃতি আছে আমার। সে আজ নেই, এটা বাস্তব! কিন্তু এটা কখনও কল্পনাও করিনি; এটা অনেক দুঃখের। মিলু চলা-ফেরায় সতর্ক ছিলো। তার চলে যাওয়া আপনাদের পার্টি ও তার পরিবারের জন্য অনেক ক্ষতির। আবারও মিলুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও তার পার্টি ও পরিবারের প্রতি শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে আমার কথা শেষ করছি।

জোনায়েদ সাকি : কমরেড জাহেদুল হক মিলু'র অকাল মৃত্যুতে আমাদের দল ও আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে গভীর শ্রদ্ধা ও শোক প্রকাশ করছি। কমরেড জাহেদুল হক মিলু ছিলেন দেশে চলমান লুটপাট, শোষণ-নির্যাতন, অন্যায়-জুলুমের বিরুদ্ধে লড়াইরত দৃঢ়চিত্তের, নিরলস সংগঠক-নেতা। সকল পরিস্থিতিতে তিনি স্থিরতা বজায় রাখতে পারতেন। তিনি ছিলেন পার্টির অনেক বড় সম্পদ। সাংগঠনিক কাজে তিনি প্রতি মাসে কয়েকবার ঢাকার বাইরে যেতেন, আবার ঢাকায় আসতেন। আমাদের দেশে এখন এই যাতায়াতটাই হয়ে গেছে ঝুঁকির, আমরা সবাই সে ঝুঁকিতে আছি। এটা ভাবা খুব কষ্টের যে, তিনি আর আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন না। তাঁর অনুপস্থিতি একটা বড় ধরনের ক্ষতি। প্রতিদিন সড়ক দুর্ঘটনায় মানুষ মরছে। এর জন্য সরকার, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনাই দায়ী। কমরেড মিলু এই নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির শিকার, যার বিরুদ্ধে তিনি লড়াই করেছিলেন। ফলে, যেই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সারাজীবন লড়াই করে গেছেন সেই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই তাঁকে আমাদের মাঝে বাঁচিয়ে রাখবে। দুঃশাসনের বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হবে ঐক্যবদ্ধভাবে। কমরেড মিলুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে অমার বক্তব্য শেষ করছি।

শাহ আতিউল ইসলাম : কমরেড জাহেদুল হক মিলু ছিলেন মেহনতী মানুষের জন্য একজন নিবেদিত আদর্শস্থানীয় মানুষ। বামপন্থিদের ঐক্যের ব্যাপারে তাঁর আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি আজীবন তাঁর বিশ্বাসের প্রতি অবিচল থেকে কাজ করে গিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে আমরা সত্যিকার অর্থে একজন বিপ্লবীকে হারিয়েছি। তাঁর প্রতি সম্মান জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি।

বদরুল আলম : ৯০'র দশক থেকে কমরেড জাহেদুল হক মিলু'র সাথে আমার পরিচয়। কুড়িগ্রামে ভূমিহীন খেতমজুরদের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে আমরা কমরেড জাহেদুল হক মিলু'র কাছ থেকে অনেক সহযোগিতা পেয়েছি। আমাদের সংগঠনের কোন সঠিক তথ্যের প্রয়োজন হলে আমরা তাঁর সহযোগিতা নিতাম। তিনি আমাদের ভূমিহীনদের ভূমির দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে, আদর্শবান মানুষ। সমাজ পরিবর্তনে তার পূর্ণ আস্থা ছিল। তাঁর প্রতি আমরা পূর্ণ আস্থা রাখতে পারতাম। আমি তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

কমরেড জাহেদুল হক মিলু'র মৃত্যুতে বাসদের উদ্যোগে বিএমএ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত শোকসভায় জমায়েতের একাংশ

সৈয়দ সুলতান উদ্দীন আহম্মেদ : আমরা এখন এমন দুঃসময় পার করছি যখন কমরেড জাহেদুল হক মিলু'কে খুবই প্রয়োজন ছিল। এটা আক্ষরিক অর্থেই সত্য কথা। এর মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় আছে দেশের শ্রমজীবী-পেশাজীবীরা। এই সময় একজন ত্যাগী এবং দৃঢ় মানুষকে হারালাম যিনি সবাইকে নিয়ে সংগ্রামটা এগিয়ে নিতে পারতেন। তিনি নিজের আদর্শের প্রতি ছিলেন শতভাগ দৃঢ় কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে অন্যদের সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করার পক্ষে ছিলেন। কাজ করতেন। একটা বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সংগ্রামের ফলে জাহেদুল হক মিলু'র মতো মানুষ তৈরি হয়। এটা একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়া। রাতারাতি এই ধরনের মানুষ তৈরি করা যায় না। সেই রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এমন একদল মানুষও তৈরি করে যারা কমরেড মিলুদের মতো মানুষ সমস্যায় পড়লে তাঁর পাশে সমস্ত শক্তি নিয়ে দাঁড়াতে পারে সেই আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখাই হচ্ছে কমরেড মিলু'র স্বপ্ন পূরণ করা। তিনি যে কর্মসূচির প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন, শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি, এটাকে যদি আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, সেটাই হবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো।

কমরেড অধ্যাপক ডা. ফজলুর রহমান : বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি কমরেড জাহেদুল হক মিলুকে। তিনি সড়ক দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছেন। চিকিৎসার জন্য তাঁকে যখন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হয়েছিলো, আমি একজন চিকিৎসক হিসেবে স্বপ্রণোদিত হয়ে–একজন বামপন্থি, কমিউনিস্টের সেবায় নিজের দায়িত্ব থেকে এগিয়ে এসেছি। আমি তাঁর আদর্শ, স্বপ্ন-সংগ্রাম জানতাম। আর জানতাম বলেই মনে করেছি তাঁকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার। হাসপাতালের চিকিৎসা সেবার স্বল্পতা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমি আগে থেকেই জানতাম। এক মাস চিকিৎসা করে তাঁকে আমরা বাঁচাতে পারিনি। রোগজীবাণু জয়ী হয়েছে আমরা পরাজিত হয়েছি। ওনার স্বপ্নপূরণ করতে গেলে আমাদের করণীয়টা কী, কীভাবে আমরা সেটা করবো? এটা আমাদের সবারই ভালোভাবে খতিয়ে দেখা দরকার। কমরেড জাহেদুল হক মিলু'র মতো অনেক বিপ্লবী-ই তো লড়াই-সংগ্রাম করে জীবন দিয়েছে। কেউ প্রাকৃতিকভাবে মরেছেন, কেউ গুলিতে-জেল নির্যাতনে মরেছেন, শহিদ হয়েছেন। এর জন্য আমরা শোকসভা, স্মরণসভাও করেছি। উদ্দেশ্য, তাঁদের কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়া, প্রেরণা নেওয়া, তাঁদের সংগ্রামের উত্তাপ নেওয়া, তাঁদের দক্ষতা নেওয়া, তাঁদের রাজনৈতিক লাইন সম্পর্কে জানা। মঞ্চে যারা আছেন, তাদের কি অপরিসীম ত্যাগ-নিষ্ঠা–সেগুলোর বর্ণনা দিলে অনেক সময় লেগে যাবে। আজকে আমরা প্রত্যেকটি মানুষ শাসকদের সর্বগ্রাসী শোষণ-নির্যাতনে ক্ষত-বিক্ষত। এটাই শেষ নয়, আগামীতেও তারা টিকে থাকতে চায়। কী কারণে টিকে থাকতে চায় সেই যুক্তিও তারা তুলে ধরছে। এই দুঃশাসনের অবসান ঘটাতে পারে বামপন্থিরাই। আর সেটাই হলো কমরেড জাহেদুল হক মিলুর স্বপ্ন।

আনোয়ার হোসেন : দেশের উন্নয়নে প্রধান ভূমিকা রাখে শ্রমজীবী মানুষ। আজকে তাদের অবস্থা সত্যিই খুব করুন। এই অবস্থায় তাদের সংঘটিত করে তাদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য যে কয়টি ব্যক্তি ও সংগঠন সত্যিকার অর্থে ভূমিকা রাখতে পারে তাদের মধ্যে অন্যতম সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট ও কমরেড জাহেদুল হক মিলু। তিনি ওপর ওপর নয় অনেক আন্তরিকতা নিয়ে শ্রমিকদের জন্য কাজ করতেন। তিনি যে আদর্শকে সামনে রেখে কাজ করেছেন, তাঁর অসমাপ্ত কাজকে সম্পূর্ণ করাই হবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো। বাসদ ও শ্রমিক ফ্রন্ট কমরেড মিলু-কে সারিয়ে তোলার জন্য যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে তা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। কমরেড মিলু'র প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

হারু-অর রশীদ ভুঁইয়া : রাজনৈতিক আদর্শ ও শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের আন্দোলনের কারণে কমরেড মিলু'র সাথে আমাদের নিবিড় যোগাযোগ ছিলো। আমি তিন জন মানুষের মৃত্যুতে গভীর শোকাহত হয়েছিলাম, একজন কমরেড মিলু, আরেক জন কমরেড ফরহাদ আর আমার বড় ভাই। কমরেড মিলু'র দুর্ঘটনা যে এত মারাত্মক ছিলো তা আমরা বুঝতে পারিনি। সত্যি বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষের এখন দুর্দিন। এই সময় একজন সৈনিকের চলে যাওয়া অনেক বড় ক্ষতির। একজন দক্ষ পাইলট যদি মারা যায় সেই ক্ষতি পূরণ করা অনেক সময়ের ব্যাপার। তিনি যদি আরও দশ বছর বেঁচে থাকতেন তা হলে আরও অনেক কিছু দিতে পারতেন। বাসদ তাদের একজন নেতার চিকিৎসার জন্য যা করেছে আমি তাদের এই ভূমিকার জন্য শ্রদ্ধা জানাই। আমরা চাই এই দেশে কমরেড জাহেদুল হক মিলু'র স্বপ্ন পূরণ হোক।

ডা. মওদুদ হোসেন রাবু : কমরেড জাহেদুল হক মিলু বাংলাদেশের বাম রাজনীতির অন্যতম পুরোধা ব্যক্তি হিসেবে কাজ করেছিলেন। তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন সমাজ পরিবর্তন ছাড়া এদেশের সাধারণ মানুষের ভাগ্য বদল হবে না। শুধু বিশ্বাস নয়–তাঁর সারা জীবনের সাধনা ছিলো সমাজ বদলের। আমরা যারা একসময় বিশ্বাস করতাম বাম রাজনীতিই মানুষের মুক্তি দিবে কিন্তু আমাদের বিশ্বাসে চিড় ধরেছিলো। কমরেড মিলু'র বিশ্বাসে চিড় ধরেনি সে এই স্বপ্ন নিয়ে এগিয়েছে।

কমরেড মিলু যখন দুর্ঘটনার শিকার হয়, তাঁকে প্রথমে কুড়িগ্রাম হাসপাতালে আনা হয়। আমাকে জানানো হয়েছে যে, তাঁর অবস্থা ভালো নয়, রংপুর নিয়ে যেতে হবে। আমি আগে রংপুর মেডিকেলের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছিলাম বিধায় ফোনে সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। রংপুর মেডিকেলে তাৎক্ষণিক সাপোর্টে দেয়া হয়েছে। তবে আরও উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজনে ঢাকা নিয়ে আসতে হয়। তার পরের বিষয় আপনারা সব জানেন। ডাক্তারদের সকল চেষ্টায়ও তাঁকে বাঁচিয়ে রাখা যায়নি। এখানে তাঁর চিকিৎসার জন্য দলের পক্ষ থেকে এবং পরিচিত জনেরা ঐক্যবদ্ধভাবে চেষ্টা করেছেন। আমি কমরেড জাহেদুল হক মিলু'র বন্ধু হিসেবে এর জন্য বাসদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বাসদ তাঁর চিকিৎসার জন্য যা করেছে আমরা নিজেদের মানুষের জন্যও তা করতে পারতাম না। আমরা কমরেড জাহেদুল হক মিলু'র স্বপ্ন বাস্তবায়নে চেষ্টা করে যাব। সবাইকে ধন্যবাদ।

মো. শাহরিয়ার সাবু : আমি কমরেড জাহেদুল হক মিলু'র বড় ভাই, বয়সে ওর থেকে দুই বছরের বড়, এক সাথে বেড়ে ওঠা। স্কুল জীবনেই সে রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়ে। আমার মনে আছে '৭২ সালে মিলু একটা সমাবেশে বক্তৃতা করতেছিলো আর পুলিশ এসে তাঁকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। ওই সময় পর পর তিন বার পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। মিলু রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার পর তাঁর সাথে দেখাসাক্ষাৎ কমে যায়, ফোনে কথাবার্তা হতো। ফেস বুকের মাধ্যমে সে যেসকল কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতো এবং দেশের বিভিন্ন জায়গায় পার্টির কাজে যেতো তা দেখতাম। দেশে যে পরিমাণ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে আমরা তার জন্য চিন্তা করতাম। শেষ পর্যন্ত তা সত্যি হলো (কান্নায় বাক রুদ্ধ হয়ে যায়)। ছোট ভাই মিলু'র জন্য এখন রাতে ঘুমাতে পারি না। সর্বশেষ সে জানালো নেপাল যাবে। ওই সময়ে একটা বিমান দুর্ঘটনা ঘটলো, আমরা খুব চিন্তিত হয়ে পড়লাম। যোগাযোগ করার চেষ্টা করলাম, পরে জানলাম সে ভালো আছে, সে বাংলাদেশ বিমানে নেপাল গিয়েছিলো। আমরা স্বস্তি পেলাম কিন্তু তা বেশি দিন স্থায়ী হলোনা। আমাদের যে আশঙ্কা ছিলো সে সড়ক

দুর্ঘটনায়-ই তাঁর মৃত্যু হলো। রাজনীতি করার কারণে সে আমাদের কাছ থেকে দূরে থাকতো, মাঝে মাঝে বিশেষ অনুষ্ঠানে দেখা হতো, এখন আর হবে না। আপনাদের মাধ্যমে তাঁর স্বপ্ন পূরণ হোক এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রর পরিবেশনা কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে কমরেড জাহেদুল মিলু'র শোকসভা শেষ হয়।

কমরেড জাহেদুল হক মিলু'র মৃত্যুতে দেশের বাম-প্রগতিশীল সংগঠন, ব্যক্তি, নাগরিক, সংগঠন যেমন শোক জানিয়েছেন অনুরূপভাবে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও ব্যক্তি শোকবার্তা পাঠিয়েছেন। শোক জানিয়ে বার্তা পাঠিয়েছেন : ভারতের সিপিআইএম (লিবারেশন) পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি অব ভারত, সেস্টাস, নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি, শ্রীলঙ্কার জনতা ভিমুক্তি প্যারামুনা (জেভিপি), সোস্যালিস্ট এলায়েন্স অস্ট্রেলিয়া, সোভিয়েত ইউনিয়নের একজন কমিউনিস্ট লেখক ইরিনা মালেনকো, অধ্যাপক অজিত কুমার রায়, ডা. প্রসাদ প্রমুখ।

কমরেড জাহেদুল হক মিলু'র মৃত্যুতে-বাসদ রৌমারী উপজেলা, গোপালগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ফেনী, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ, নোয়াখালী, মৌলভীবাজার, সিলেট, রংপুর, নওগাঁ, রাজশাহী, বগুড়াসহ বিভিন্ন জেলা, থানা শাখার পক্ষ থেকে শোকসভা করা হয়। শোকসভা আরও আয়োজন করে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের বিভিন্ন জেলা, থানা, শিল্পাঞ্চল, গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট, রি-রোলিং স্টিল মিলস শ্রমিক ফ্রন্ট, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ছাত্র ফ্রন্টের পক্ষ থেকে। তাঁর মৃত্যুতে নাগরিক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয় গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রামে।

কমরেড জাহেদুল হক মিলু'র মৃত্যুতে কুড়িগ্রাম নাগরিক শোকসভা

কমরেড জাহেদুল হক মিলু'র মৃত্যুতে ১৩ জুলাই কুড়িগ্রাম পৌরসভা হলে এ কে এম রেজাউল ইসলাম এর সভাপতিত্বে নাগরিক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। শোকসভায় প্রধান আলোচক হিসেবে আলোচনা করেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, কুড়িগ্রাম জজ কোর্টর আইনজীবী অ্যাডভোকেট এ টি এম এনামুল হক চৌধুরী চাদ, জনাব আমিনুল ইসলাম মন্ডল (মঞ্জু, কমরেড মিলু'র মামা), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ জেলা ইউনিট ডেপুটি কমান্ডার জনাব আমিনুল ইসলাম, জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি ও পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট আব্রাহাম লিংকন, বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব হারুন অর রশিদ লাল, রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এর অবসর প্রাপ্ত পরিচালক ডা. মওদুদ হোসেন রাবু, দৈনিক কুড়িগ্রাম খবর এর সম্পাদক ছানালাল বকশী, অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও নারী নেত্রী নন্দিতা চক্রবর্তী, কুড়িগ্রামের সাবেক পৌর চেয়ারম্যান কাজিউল ইসলাম, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. তুহিন ওয়াদুদ, কুড়িগ্রাম প্রেসক্লাব সাবেক সভাপতি সাংবাদিক মমিনুল ইসলাম মঞ্জু, ৭১'র ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি জেলার সভাপতি জ্যোতি আহমেদ, চিলমারী ডিগ্রি কলেজের অধ্যাপক হাসিবুর রহমান হাসিব, জনাব জাহাঙ্গীর আলম, কুড়িগ্রাম মজিদা আদর্শ মহাবিদ্যালয় অধ্যাপক ইয়াসমিন জাফরী রেশমা, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সংগঠক ও উদীচীর জেলা সভাপতি মানিক চৌধুরী, সভাপরিচালনা করেন মোনাব্বর হোসেন-মিন্টু, আখতারুল ইসলাম রাজু ও ফুলবর রহমান। শোকসভার পূর্বে এক বিশাল শোক র‍্যালি কুড়িগ্রাম শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। কমরেড জাহেদুল হক মিলু'র স্মৃতিতে প্রগতি সংসদ এর সামনে একটি লিচু গাছের চারা রোপন করেন কমরেড খালেকুজ্জামানসহ শোকসভা কমিটির নেতৃবৃন্দ।